স্ফুলিঙ্গ
গার্গী ভট্টাচার্য

Sphulingo

Gargi Bhattacharya

++++++++++++++

Copyrighted Material

এই লেখাগুলি সংস্কৃত এর মত । যারা জানে তারা ঠিক করে নিতে পারবে শুনে শুনে । এমনই ভাষা যে ব্যাকরণ শুধরে নেওয়া যায় শুনে টুনে । এই বইও সেরকম । মিস্টিক্যাল কিন্তু শুধরানো যায় । উপযুক্ত লোকেরা এই বইয়ের কথা পরখ করে নিতে পারবেন ।

যক্ষ , পিশাচ এসব সাধনা করানো হয় যাতে ওরা মরণের পরে নিয়ে চলে যেতে পারে ওদের জগতে । অনেকটা রাজনৈতিক নেতাদের মত । দলভারী করা আরকি । কিন্তু এতে আত্মার ক্ষতি হতে পারে । এরচেয়ে ভগবৎ সাধনা করা

বেশি জরুরি । এরা ওদের শিষ্যদের নিজ নিজ লোকে নিয়ে গিয়ে স্লেভ বানিয়ে রাখে ।

সমস্ত গ্রহ যেখান থেকে অমিতাভ, ঐশ্বর্য রাই এর মা , অন্যান্য পৈশাচিক, রাক্ষস, আসুরিক এইসব শক্তি আসছে ও মানবজাতির ক্ষতি সাধনে ব্রতী হচ্ছে সমস্ত এক এক করে ধ্বংস করে দেবেন দেবদেবীরা । পুরো স্ম্যাশ করে দেওয়া হবে ।

আমার বরের এক্স মাধবী আমাকে মিথ্যে বলে যে ও শয়তানি গীর্জায় যায়না আদতে যায় ও সেসব শক্তি জাগায় ও তার

দ্বারা কোম্পানি ডায়রেক্টর হয় ও চার্চ অফ সাতানের একটি শাখাতে ও আর ওর বর ফাইন্যান্স স্ক্যাম করে অনেক আর নানান স্ক্যামে জড়ায় তাই ওর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে । দেহ স্ম্যাশ হয়ে গিয়েছে যেমন আগে লিখি ও সে আসলে পাগান ওয়ার্শিপ করেনা । সেটা মিথ্যা । হিন্দুদের এস্তে দেবদেবী যে পাগান পুজো করার দরকার নেই যদিনা শয়তানি শক্তি জাগায় । প্রতিটা কাজের জন্য যজ্ঞ ও পুজোর বিধি দেওয়া আছে যা করলে ফললাভ করা যায় । কাজেই সে আদতে সাতানের শক্তি নিয়ে লোকের ক্ষতি করতো । তাই কুতপার কার্স তার

জীবনে ম্যানিফেস্ট করে যায় যা আগেই লিখেছি।

জয়া ভাদুড়ি আমাকে কোর্টে নিয়ে যাবার হুমকি দেয় ও সেদিনই সাঁঝে নিজেই নিজেকে গুলি করে হত্যা করে ফেলে। অবসাদে ভুগছিলো। কয়েকবার হত্যা করার চেষ্টা করে নিজেকে কিন্তু বাউন্সারগণ বাঁচায়। অতিরিক্ত সাইকো সোমাটিক ড্রাগস্ খেয়েও আত্মহত্যার চেষ্টা করে কিন্তু পরিচারিকাগণ বাঁচিয়ে দেয়। ইদানিং তার ব্যবহারই তার প্রমাণ মিডিয়ার সামনে। খিঁচিয়ে থাকা সবসময়

। একজন সৎ ও উচ্চাঙ্গের অভিনেত্রীর শয়তান স্বামীর কারণে এমন হাল হল।

নিজ মস্তকে গুলি করে। বন্দুক রাখতো ।রক্ষার্থে। ভারতে অনেকে রাখতে সক্ষম লিগ্যালি। আমার মা তো বিজ্ঞানী ছিলেন তা উনিও নিজ রক্ষাকবচ হিসেবে বন্দুক বা পিস্টল রাখতে পারতেন রক্ষাকবচ হিসেবে; লিগ্যালি।

অভিষেক এবার অন্যত্র গিয়ে সেটেল করবে। ওর বেশবাস ও চেহারা হয়ত বদলে যাবে। ও একজন অভিনেতা ও জয়া ভাদুড়ির মত সুক্ষ্ম স্তরের অভিনেতা। অন্য দেশে গিয়ে ও খুব নাম করবে ও

আগে কোনো ভারতের অভিনেতা এত নাম করতে সক্ষম হয়নি কোথাও এত নাম হবে তার । গুণের কদর পাবে সে । তবে ওর রূপ বদল হয়ে যাবে ।

এমন দেশে যাবে যেখানে সায়লেন্ট সিনেমার সময় থেকে ছবি বানানো হয় ও সম্প্রতি বহু অস্কার পেয়েছে সেই দেশ তবে খুব নামজাদা দেশ নয় সেটা ।

আর আরাধ্যা বচ্চন তার অভিশপ্ত জীবন থেকেও মুক্তি পেয়ে চলে যাবে হয় শয়তানের কাছে-সেই ভিরাণা সিনেমার মতন --যেখান থেকে সে এসেছিলো

অথবা যেখান থেকে আত্মারা এখানে আসে সেই পিতৃলোকে।

অমিতাভ বচ্চন যদি সারেন্ডার করতো তাহলে মারা যেতোনা। জগতে এরকম নিয়ম আছে যে সেলেবস্ ক্রিমিন্যালদের অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া হয় আর সেখানের জেলে রাখা হয় তাদের ভক্তদের থেকে দুরে করে যাতে বদনাম না হয় অথচ তারা সাজা কাটে কিন্তু তার জন্য সারেন্ডার করাটা জরুরি। বিজয় মল্ল যে পালিয়ে গিয়েছে বলা হয় আসলে তা নয় উনি অন্য দেশে চলে গিয়েছেন সারেন্ডার

করে । ওনার শত্রুরা বাজারে রটিয়ে দিয়েছে যে উনি পালিয়ে গিয়েছেন ।

একই ভাবে দাউদ ইব্রাহিম সারেন্ডার করে এখন আর ক্রিমিন্যাল নেই । উনি একজন ফুল ফ্লেজড্ মুসলিম ফকির হয়ে গিয়েছেন । আর উনি নিয়মিত হজে যান ও প্রচুর ডোনেট করেন । ওনার অর্ধেক সম্পত্তি উনি দান করে দিয়েছেন গরীবদের । দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মিকী আজও হয় তাইনা ?

এসব ক্রিমিন্যাল এক্সচেঞ্জ হলে পুরোপুরি সারেন্ডার করতে হয় নাহলে তাদের মেরে দেওয়া হয় কোনো চালাকি করলে । কিন্তু

যদি সারেন্ডার করে তাহলে মমতাময় দৃষ্টিতে দেখা হয় ও জীবন বদলে দেওয়া হয়।

ডেমোক্রেটিক দেশও নামীদামী লোকেদের কন্ট্রোল করে থাকে কারণ আমরা সিভিল সমাজে বাস করি। আমরা প্যাকে থাকি। ভ্যাড়ার মতন। আমরা সিংহ নই। তাই দলপতি দরকার একজন।

সিংহ হল লিবারেটেড্ সেজরা। মোক্ষ হওয়া সন্তরা। তাঁরা জানেন কি করে জীবনকে চালাতে হয় ও মন্দ কাজ করেন না। কিন্তু আমাদের সরকার বা রাজাগণ কন্ট্রোল করে থাকেন। সিংহ বা

লিবারেটেড্ সন্তরা ফ্রি; তাই তাঁরা একা থাকতে সক্ষম।

সরকার সবাইকে কন্ট্রোল না করলে লোকে যা ইচ্ছে তাই করতে শুরু করবে। আর এটাই তো শেখাটা জরুরি জীবনে যে কোথায় রেড লাইন টানতে হয় আর কোথায় সেটা ক্রস করতে হয়না।

মহাজগতে বহু লোক রয়েছে।

যেমন নক্ষত্রলোক, বিষ্ণু লোক, সূর্যলোক। বিষ্ণু থাকেন বিষ্ণু লোকে।

শিব থাকেন শিবলোকে।

রুদ্র- রুদ্রলোক

আদিত্যগণ-সূর্যলোক

মহাবিদ্যা-মণিদ্বীপা

দুর্গা/মাতৃকাগণ- শক্তিলোক

ইন্দ্র/বরুণ-স্বর্গলোক

নক্ষত্রগণ -নক্ষত্রলোক

ঋষিগণ -ঋষিলোক যেমন ভৃগু, ধ্রুব,নারদ, কপিল এরকম।

রুদ্রগণ ভিন্ন লোকে বসবাস করেন কারণ তা নাহলে তাঁদের তেজে অন্যলোক ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

খুব ফিয়ার্স এনার্জি ওনারা।

মোটামুটিভাবে দেবতাদের লোকগুলো সবগুলিই হল স্বর্গ ও দানবদের লোকগুলো অর্থাৎ নিম্নস্তরের লোকগুলো সবই হল নরক, তাই জৈন ধর্মে লো ভাইব্রেশনের লোকগুলোর বাসিন্দাদের নরকী বলা হয়।

ভগবান মিলন ঘটান। শক্তির। আর দানব বিভাজিত করে থাকে ও লড়াই

করায় । ইন্দ্র হল ইন্দ্রাণীর টুইন ফ্লেম । ইন্দ্র দেবতা । ইন্দ্রাণী দানন নন্দিনী । এর গূঢ় অর্থ হল এই যে একজন অন্যের মিরর ইমেজ । মানে ইন্দ্র দেবতা ও তাঁর স্ত্রী হলেন দানবী । মানে পুরুষ ও প্রকৃতি নিয়েই যেমন ব্রহ্মান্ড সেরকম দেবতা ও দানব নিয়েই এই মহাবিশ্ব । তার মানে এই নয় যে নারী জাতিকে কেউ অবমাননা করছে । তার মানে এও সম্ভব যে আয়নায় উল্টো দেখায় । একে ওপরের মিরর ইমেজ মানে দেবতা ও দানব একে ওপরের মিরর ইমেজ বই নয় । সবারই পদস্খলনের সম্ভাবনা আছে আবার উত্তরণের সম্ভাবনা রয়েছে ।

বরের প্রাক্তন, তার বৌদি উল্কাকে সেমি প্যারালাইজ্‌ড করে দেয় । কন্ট্রোল স্ক্রিক। বৌদি রজণীশের ভক্ত ও ত্রাতক ধ্যান করতো তাই জানতে পারে । আগেই জানতো যে তার শাশুমা ও ননদ বাসায় তন্ত্রমন্ত্র করে । ওদের একটি পুত্র আছে মানে এই মহিলার দেবর সে, তার একটি হৃদরোগের জন্য সে চির রুগ্ন তাই অচল ও বেশী নড়াচড়া করতে অক্ষম তো তাকে তুকতাকের মাধ্যমে শাশুমা বাঁচিয়ে রাখে । এই নারী উল্কা এখন ৬০ বছর বয়স প্রায়; শয্যাশায়ী– আমার বরের প্রাক্তনের তুকতাকের জ্বালায় ।

প্রাক্তন আমার ওপরে আমার বিয়ের পর থেকেই তুকতাক শুরু করে । কারণ আমি যাতে সুখী না হই । ছেলেপুলে না হয় । ওর সেই হৃদরোগী ভাই এবার পথের ভিখারী হয়ে পুণে শহরে ভিক্ষা করবে । কারণ সেও শয়তান । অচল, কিন্তু মগজ ভরা শয়তানিতে । উল্কা খুব ধনীর সন্তান । সঞ্জয় দত্তের আত্মীয় । ভালোবেসে এদের বাড়ি বিয়ে করে । কম্পিউটার পড়ে আসে । এম-সি-এ । কিন্তু এই হৃদরুগী ভাই যার হৃদয় গিয়েছে খোয়া একেবারে ও তার দাম্ভিক সহোদরা দুই-য়ে মিলে উল্কার জীবনে উল্কাপাত ঘটায় ।

উল্কার পিতৃপুরুষগণ ওদের কার্স করেছেন । এই রায়বাঘিনী ননদিনী আমাদের কমন বন্ধুদের মাঝে আমাকে চরিত্রহীনা নারী বলে প্রচার করছে ও ইনসেন বলছে । নিজে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করে । এইভাবে কেরিয়ার করেছে । কলেজে পড়তেও নোংরামো করতো । তন্ত্র করে মেসেজ চ্যানেল করে পরীক্ষার কোয়েশ্চান পেপার এনে ক্লাসে ফার্স্ট হতো । এইভাবে দিল্লী ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ গোল্ড মেডেল পায় খুব সম্ভবত:১৯৮৮ সালে । তারপর পুণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার সায়েন্স এ ও-গ্রেড নিয়ে পাশ

করে। বাপ্ ডি-আর-ডি-ও তে উচ্চপদে আসীন ছিলো। সিসকো তে কাজ করতো। ই-লক কোম্পানিতে কাজ করেছে।

সেকেন্দ্রাবাদে কাজ করেছে। আমেরিকাতে সান হোসে ছিলো। চার্চ অফ সাতানে কমলা হ্যারিসের সহকর্মী। তাই অহং আকাশচুম্বি।নাম আগে ছিলো মাধবী শ্রোত্রি এখন মাধবী পেন্ডসে। স্বামী আশুতোষ পেন্ডসে আর ছেলে অংশুমান পেন্ডসে।স্বামী আই-আই-এস-সির প্রোডাক্ট। ওখানকার ডক্টরেট।

শয়তানি শক্তি জাগিয়ে কোম্পানি ডায়রেক্টর হয়ে বসে ও টাকা চুরি করতে

শুরু করে। স্বামী ও সন্তান অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত হবে কারণ এদেরকে এদের শত্রুরাই বাণ মেরে মেরে ফেলে দেয়।

ব্রুটাল ডেথের জন্য পরজন্মে দেহ পেতে অসুবিধে হবে কিন্তু আমার বরের সোল গ্রোথের জন্য ভগবান ওকে একটি দেহ দেবেন। কিন্তু আবার সে এবারের মতন মার্ডার করবে। জেল হবে তার। এবার সাতানের হেল্প নিয়ে মেরেছে লোক কিন্তু পরের বার ধরা পড়ে যাবে হাতেনাতে ও পিশাচলোকে পতিত হবে। পড়শীকে মারবে। আবার পিশাচলোকে যাবে।

প্রেমই পতনের কারণ। না আমার বরের প্রেমে পড়তো আর না আমাকে তুকতাক করতো আর না এই পতন হতো।

মুন্নীমাধবীবদনাম হুয়ী , ডার্লিং তেরে লিয়ে।

ডার্ক ফোর্স চ্যানেল করে লোক মারে।

গর্বিত মারাঠা ব্রাহ্মণ। মনে করে ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ মাথায় বুদ্ধি ধরেনা , কেউ ধারে কাছে আসেনা ওদের। এদিকে নিজে পিশাচলোক ঘুরে এসেছে। আমি অ-ব্রাহ্মণ কাজেই পাগলের ঘরণী হলেও মেনে নেওয়া উচিৎ আমার। আমি জাতে

উঠে গিয়েছে যে দয়া করে এক ব্রাহ্মণ আমাকে নিয়েছে ওদের কূলে।

আমাকে গালি দেয় যে , তুঝে তো ম্যায় দেক লুঙ্গি কালী , মোটি।

এদিকে নিজে টিপিক্যাল মার্কিন ওভার সাইজড্ লোকের থুরি ট্রাকের মতন খোদার খাসী হয়ে গিয়েছে যেমন ভারত থেকে গিয়ে অতিভোজনে বা টাটকা ভোজন করে ভারতীয়দের হয় ভেজাল না খেয়ে হঠাৎ মোটাপা ধরে সেরকম।

মনে হয় ওর বাড়ির সব আয়না আশুতোষ ভেঙে দিয়েছে।

এর স্ক্যাম এর বড় ভাই এর আত্মহত্যার কারণ হবে । আসলে বড় ভাই সৎ ও ভালো মানুষ । কিন্তু বোনকে আদরে বাঁদর করেছে । দাম্ভিক বোন এমনও বলতো যে নিজেকে ইন্টেলেকচুয়াল বলে যে ও বই ছুঁড়ে নাকি ফেলে দেবে ও তার ভাই কুঁড়িয়ে নিয়ে আসবে যেখানেই ফেলে দিকনা কেন । মানে মা স্বরসতীকে অবমাননা করবে এদিকে এ নাকি বুদ্ধিমতী এক কম্পিটারের ইঞ্জিনীয়ার ।

অ-ব্রাহ্মণের হাতে জল অবধি খেতে অক্ষম এই মহিলা আর পিশাচলোক থেকে একে পরে ভাগিয়ে দেবে নরকের নীচে

স্তরে এর দম্ভের জন্য । আমাকে ডিমন পাঠায় যার জন্য আমি একে গালি দিয়ে ই-মেল লিখি । আসলে আমার এনার্জি ট্র্যাপ করতে চায় আমার ক্ষতি করার জন্য।

রুদ্রাবতার বিলোহিত, হেড়ম্ব গণেশ ও একজন কার্তিক ঠাকুর যিনি আমার হিলিং ব্লক করেন ওনারা আসলে কার্স নিয়ে নেন নিজেদের ওপরে ও তাই স্পিরিচুয়াল প্রিজনে থাকায় সঠিক কাজ করতে অক্ষম হন । এরকম দেবতারা করেন আগেই বলেছি যে অন্যের কার্স ভোগ করে নেন ও আধ্যাত্মিক ভাবে

এগিয়ে যান মোক্ষের দিকে । তবে চেলাম্মা, রঙ্গনো দেবী ও হিড়িম্বা দেবী তাদের দম্ভের জন্য পতিত হয় আর ওরা সেরকম বড় যোগী নয় । যদিও এই মন্দির বা দেবীর নাম দেখে বোঝা সম্ভব নয় কে কত বড় যোগী । অনেক সময় শক্তিশালী যোগীরা এরকম গুপ্ত ভাবে থেকে সাধনা করেন আর আধ্যাত্মিক শক্তি বাড়ানোতে মন দেন । পুজো নেওয়া বা স্বর্গ সুখ নেবার চেয়ে । তবে এই তিনজন অহং এর কারণে পতিত হয় ।

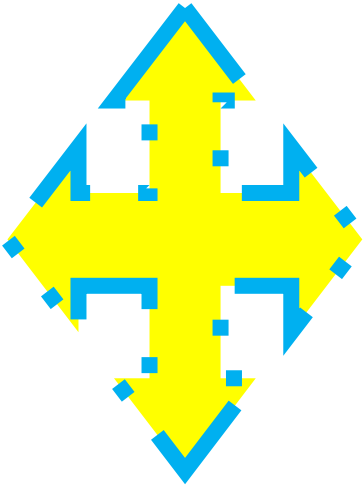

যত ভক্তি তত ভগবানের কাছে আর যত শয়তানি তত শয়তানের কাছে যাবে।

সাতান দেখে কত শয়তানি করতে পারে লোকে তত তাকে কাছে টেনে নেয়।

একটা সময় ভগবান এদের স্ক্রি -উইল কেড়ে নিয়ে শয়তানের সাথে জুড়ে দেন।

পিশাচলোক বা রাক্ষসলোক থেকে ঘুরে আসা আসুরিগণ বা বিংসরা তাদের ডি-এন-এ তে আজও সুক্ষ্মভাবে ঐসব শক্তি পোষণ করে তাই ওদের মধ্যে ঐ সমস্ত ভাব থেকেই যায়। এর থেকে মুক্তির

উপায় হল সাধনা করা। রিগোরার্স সাধনা। একমাত্র এইভাবেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

তাই মাধবী আজও পৈশাচিক। ওর সত্ত্বা আজও হিংস্র। একমাত্র সত্যকারের দৈব সাধনা ওকে মুক্তি দিতে সক্ষম।

পিশাচদের পৈশাচিক ধর্ম হয় যা ব্রুটাল আমাদের জন্য। উল্কার সাথে সামান্য বিষয় নিয়ে ঝামেলা হয় ও সে ব্রুটাল সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে। সমাজে ভদ্র সেজে বসে আছে দিনের পর দিন এই রমণী। যেহেতু পিশাচ লোকে ছিলো তাই এই জন্মেও তারা ওকে আকর্ষণ করে ফেলে তাই আমেরিকাতেও চার্চ অফ

সাতানে গিয়ে হাজির হয় ও এমন মহিলার গর্ভে জন্মায় যে এইসব শক্তি জাগায়।

তাই সৎ কাজ করতে বলা হয় যাতে এইসব বাজে লোকে পতন নাহয়। কারণ একবার নরকী হয়ে গেলে ওখান থেকে মানব জন্ম পেলেও আবার পতনের চান্স থেকেই যায় কারণ এই শক্তিগুনো মানুষকে স্টকিং করতে শুরু করে। বাইবেলে, এই যুগকে এজ অফ সাতান বলা হয়। সাধারণ মানুষ জানেও না যে কেন তার জীবনে এমন সব জিনিস হয় যা কহতব্য নয়। হয়ত ভাবে তার কাজের ভুল বা কর্মফল কিন্তু তারই

নিকট কেউ চার্চ অফ সাতানে গিয়ে কুটোটি নেড়ে ধবংস করে দিচ্ছে তার জীবন অথবা বাসায় বসে কুতপার মতন কেউ, নিরীহ হাউজ ওয়াইফ যে নাকি ফেলে দেওয়া মোরগের হাড়গোড় নিয়ে বর আপিসে বেরিয়ে গেলে তুকতাকে বসে । এদের সমাজে বা সংসারে নয় কবরে বাস করা উচিৎ ।

উল্কাকে , তার গুরুদেব রজণীশের কোনো ভক্ত বলে যে তার ওপরে এইসব চাপানো হয়েছে । এইসব অলীক অসুখ ।

বড় বড় সন্তরা আমাদের ডিমন আনক্লগ করতে পারেন যেমন ঠাকুর,

বিবেকানন্দ, , ইমাম আলি, বুদ্ধ, যিশু এনারা । নাহলে ভয় থেকেই যায় ওদের হাতে আবার ধরা পড়ে যাবার ।

ভগবানেরা মন্ত্র ও যোগের মাধ্যমে আমাদের আত্মাকে নানান লোকে প্রেরণ করে থাকেন । কর্ম ভোগ হেতু, আত্মার উন্নয়নের জন্য অথবা সাধন ভজনের জন্য । নানা লোকের নানান মন্ত্র ও যোগ আছে । যেমন কম্পন সেরকম যোগ বা মন্ত্র । আত্মা ঘুমিয়ে পড়ে আর তারপরে নিজেকে মাতৃগর্ভে আবিষ্কার করে থাকে । পরে তার অন্য জগতে জন্ম হয় ।

যোগীরা যাঁরা এখানে জন্ম নেন তাঁদের থেকে দৈত্যলোকে জন্ম নেওয়া যোগীদের আরো সমস্যা বেশি কারণ ওখানে দৈত্যরা থাকে যারা খুবই বেশি মেটেরিয়ালিস্টিক বিং । তাদের মধ্যে ভগবৎ বোধ নিয়ে আসা খুব শক্ত । তাই দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য হলেন অনেক শক্তিশালী যোগী নাহলে উনি নিজের ইন্টিগ্রিটি ওখানে ধরে রাখতে সক্ষম হতেন না । পাওয়ারফুল যোগীরা ঐসব প্লেনে জন্ম নেন নিজেদের আত্মার দ্রুত উন্নতির জন্য ।

যেসব গডরা বেশি কাজ করেন অ্যাস্ট্রালে তাঁরা এখানে ধীর স্থির জীবন নিয়ে

আসতে সক্ষম । আর যাঁরা কম কাজ করেন তাঁরা এখানে এসে কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন । অর্থাৎ যেই ভগবান তিন-চারখানা ডোমেন সামলান তিনি এখানে এসে একটু রেস্ট নিয়ে ধনীর সন্তান হয়ে কাটাতে পারেন আর যিনি ওখানে একটি ডোমেন সামলান তিনি জন্ম নিলে এখানে অনেক কাজ কর্ম করতে হয় কারণ কসমিক ব্যালেন্স মেনটেন করার একটা ব্যাপার থাকে । যেমন আমরা জীবনে যদি ভালো পড়ালেখা করি তাহলে পরে কম পরিশ্রম করতে হয় আবার যদি না করি পরে

অনেক খাটাখাটনি করতে হয় অনেকটা সেরকম ধরা যায় আরকি।

অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল হলেন কাশ্মীরের তান্ত্রিক দেবী সারিকা। উনি ওখানে হরি পর্বতে পুজো নেন। পরজন্মে সুখী হতে চান একটি সংসার পেয়ে ও স্মিতা পাটিল/শাবানা আজমি/রোহিনী হাতাঙ্গাড়ির মতন অভিনেত্রী হতে চান। হয়ত হয়েও যাবে।

আমার নেপাল জন্মে, উনি আমার কাজিন ছিলেন। আমাদের বিরাট কাজিনের দল ছিলো যার একজন সদস্য ছিলেন উনি।

রবীন্দ্রনাথকে এক্সপোজ করার জন্য বাঙালী এতই নারাজ যে থার্মো নিউক্লিয়ার ওয়ার শুরু করে দিতে সক্ষম ।

গার্গীকে কে কবে দেখেছে ? কেউ না । চেনেও না । কিন্তু বদনাম করছে । কুশপুত্তলিকা দাহ করছে । কারণ সে সত্য উগড়াচ্ছে । অভিনেতাগণ কোনো মরাল /এথিকস্ মানে না । গার্গী মরাল পুলিসিং করছে না- সত্য বার করছে তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এর গোয়েন্দা গার্গীর মতন । তাই সবাই খাপ্পা । অথচ অভিনেতাদের টুইট পড়লে মনে হয় যে

তারা কতনা মহান। তাই হয়ত বলা হয় যে এদের ফলো করো না । এদের কথাগুলো কেবল মানো।

আমরা সাধারণ মানুষ , বাঙালীরা। আমরা টাকার পেছনে ছুটি না । কালচার, সংস্কৃতি এসব নিয়ে থাকি । হিমাচলিরা থাকে পর্বতারোহণ নিয়ে । দ্রাবিড়গণ স্পিরিচুয়াল জিনিস নিয়ে । মারাঠাগণ নাটক , নভেল নিয়ে। লড়াকু হয় তারা। গুজ্জুরা ব্যবসাপাতি , দানধ্যান নিয়ে । এক একটি জাতির এক এক রকম এসেন্স। কেউ বড় না আর কেউ ক্ষুদ্র না। একটা ব্যালেন্স করতে হয়।

আমরা বিপ্লব করি । পর্ণ পার্টি করিনা, বাড়িতে নগ্ন হয়ে নাচিনা গেস্ট ডেকে । না মাদক নিয়ে পড়ে থাকি । না সাতানের গীর্জায় যাই । আমরা সাধারণ মানুষ ।

কিন্তু শয়তানি শক্তি এই সাধারণ মানুষের ব্যালেন্সকে নষ্ট করে দিয়ে সমাজে একটি অসমতা নিয়ে আসতে চায় । সবাইকে ড্রাগে নিয়ে যেতে চায় । পর্ণস্টার বানাতে চায় । ইজি মানির লোভে হিটম্যান বানাতে চায় । এইভাবে পুরোপুরি নাশ করে দিতে চায় মানব সভ্যতাকে এইসব পৈশাচিক শক্তি ও অন্যান্য নরকীগণ ।

তুকতাকে করে কারো ক্ষতি করলে হয়ত সাময়িক ক্ষতি হয় পরে তা ভগবানরা মেন্ড করে দেন কিন্তু যদি কাউকে আঘাত করে বা মিথ্যাচারের জন্য কারো অভিশাপ লেগে যায় তাহলে কেউ রক্ষা করতে পারেনা। একমাত্র গুরু অথবা ইষ্টদেবতা সেই কার্স নিতে পারেন যদি প্রহ্লাদের মতন ভক্ত হয় তখন।

যদি ধর্মপথে মতিগতি হয় তখন ক্ষেত্রবিশেষে পিতৃপুরুষগণও সেই কার্স নিতে পারেন তবে তা বিরল ঘটনা।

তুকতাক করে যারা কার্স করে বরঞ্চ তারাই বিনষ্ট হয়ে যায়।

বলিউডের অনেকে মনে করে আমি সত্যজিৎ রায়ের আত্মীয় অথবা তুষারকান্তি ঘোষের কেউ হইনা । বাজে কথা বা গসিপ্ রটাচ্ছি । যদি হতাম তাহলে লেখালেখি জগতে অনেক কিছু হাসিল করে ফেলতে পারতাম । এগুলি বলছে কারণ তারা সৎ মানুষ কোনোদিন দেখেনি । পর্ণস্টার , চোর, বেশ্যা, জুয়াড়ি এগুলি হল ওদের নর্মাল । ওরা গ্যাঙস্টার দের সাথে শোয় আর রুথলেস্ সাইকোর সাথে ডিনার খায় । আমাদের মতন মানুষও যে জগতে আছে ওরা কল্পনাও করতে পারেনা অথচ ওরা টাকা কামায় কল্পনার জন্যেই । ওদের কাজ হল

কল্পনা বিক্রি করে খাওয়া । এত চটুল এইসব লোকগুলো । যারা এগুলি করছে তাদের মৃত্যু হবে ভয়ানক উপায়ে মিথ্যা প্রচারের জন্য । নিডলেস্ টু সে আমি ডি-এন-এ টেস্ট নিতে রাজি আছি কিন্তু ।

আমার আত্মীয়া হলেন বিজয়া রায় । ডাইরেক্ট সত্যজিৎ রায় নন । আর আমার ওয়েবপাতায় কোথাও লেখাও নেই এসব । আর তুষারকান্তি ঘোষ আমার মাতামহর ফার্স্ট কাজিন । এছাড়াও আমার আরো অনেক অনেক সেলেব্স্ আত্মীয় রয়েছে যারা কারেন্ট সময়ে আছেন । লিস্টি দেবো নাকি ? আমি এসব

পছন্দ করিনা বাজারে চালান করা । জবান সামাল কে । আর যদি বানিয়ে বলতেই হয় তাহলে এনারাই বা কেন ? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় , সমরেশ বসু , বুদ্ধদেব গুহ এনারাই বা নন কেন ? এদেরকেই বা বাদ দেবো কেন তাইনা ?

লজিক মাথায় ঢোকে কপিক্যাট বলিউড সেলেবস্ ? গান থেকে শুরু করে সিনেমা সবতো কপি করিস্ হলিউড বা মধ্যপ্রাচের সঙ্গীত জগৎ থেকে তাই সবাইকে চোর মনে করিস্ তাইনা ?

চোর/গ্যাঙস্টারের বাইরেও একটা জগৎ আছে বেরিয়ে দেখ শুয়ার কহিকা ।

এরা প্রিয়ঙ্কা চোপড়া, ইরফান খান সবার পিছনেই লেগেছে যে তাঁরা রাজপরিবার বা জমিদারের বংশের মানুষ নন তাহলে এরকম সাধারণ জীবন যাপণ কেন তাঁদের পিতামাতার বা তাঁদের । ইরফান খানকে পরামর্শ দেয় বৌ বদলে ফেলতে । কারণ সুতপা রূপসী নয় তাদের মতে ।

ইরফান বলেন যে আমি না পরস্ত্রী কাতর আর না পরস্ত্রী কাতর । কাজেই এই বৌকে নিয়েই থাকবো আমি ।

আসলে ঈর্ষা । সব ঈর্ষার ব্যাপার । সেই জয়বাবা ফেলুনাথের মতন, ব্যায়মবীর মনে আছে ভয় দেখিয়ে ছিলো সেই সিনটা

? না সঞ্জয় দত হবার ক্ষ্যামতা আছে এগুলোর না সলমান খান । যা পারে তা হল লোকের পেছনে কাঠি দেওয়া আর সেটাই করছে । সঞ্জয় দত যদি সত্যি টেররিস্ট হতেন তাহলে তাঁর কন্যা কি এফ-বি-আই জয়েন করতেন ?

আবার যদি দেখতো আমি সত্যজিৎ রায় এর বাসা থেকে রোজ বার হই তখন বলতো যে এ ব্যাটা রে-এর নাম ব্যবহার করে কামিয়ে নিচ্ছে ।

১০ বছরের ভেতরে এই বলিউড মহাশ্মশান হয়ে যাবে । রাজস্থানে চলে যাবে ও অম্বা দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু

হবে নব রূপে। ওখানে হিন্দী ফিল্ম হবে , ব্লু ফিল্ম নয়। কারেন্ট শয়তান গুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ইন্ড্রাস্ট্রি থেকে যেগুলি কলার নামে এই শিল্পকে নাশ করছে।

প্রবল রূপে নির্মল মানুষকে হত্যা করেছে এরা । এরা নরখাদক । তাই শাপিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সব ছবি ফ্লপ করবে ও একটা সময় সবাই পথের ভিখারী হয়ে কাটোরা হাতে নিয়ে ভিক্ষা করবে পথে । ইতিমধ্যে আয়াতোল্লা খোমেইনির মারা ভীষণ বাণে মুম্বাই মহানগরী পুরো সমুদ্র লীন হয়ে যাবে। বর্তমান গাজার মতন হয়ে যাবে।

মহাবালিপুরম নগর একবার এরকম হয়ে গিয়েছিলো পুরাণে বলা আছে।

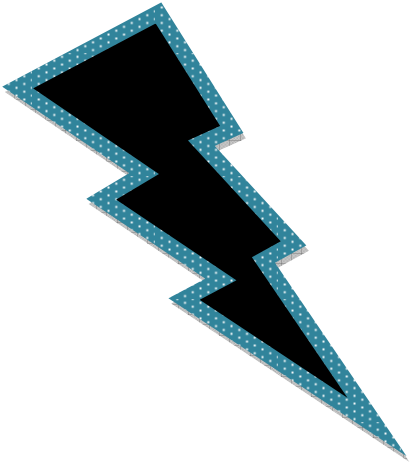

দক্ষিণ ভারত এর ফিল্ম জগৎ ও বাংলা সিনেমা জগৎ খুব উন্নতি করবে ও শীঘ্রই ।

বলিউডের অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান

মাথার উকুন থেকে ওর পরজন্ম শুরু করবে । তারপর কৃমি , কেঁচো,আরশোলা, কেন্নো এইরকম সিকোয়েন্সে যাবে । ওর খুব অহং । এই কারণে আমার নেপালের জন্মে সে পরে নেওয়ার রাণা হলেও আমার মরণের পরে তাকে সিংহাসন চ্যুত করেন যশোদা বেন যিনি দ্বিতীয় রাণী ছিলেন ও মোদিজীও

তখন মৃত আর রাণা হয় আমার কনিষ্ঠ পুত্র এখন পালানি মুরুগান আর সে তখন ধ্রুব তারা ছিলো । সে খুব ভালো শাসন কার্য চালায় ও একজন সফল রাণা বলা হয় তাকে আজও নেপালে ।

আদতে বরুণ খুব অহংকারী । সেই সময় মনে করতো আমরা গেঁয়ো রাজা । নারায়ণ মুর্তি তখন স্টেট হেডের মতন আর ওরা সেন্টার এর মন্ত্রী সান্ত্রী আরকি । আর মূর্তি তুকতাক করে অ্যাগ্রেশান করতো । নেওয়ারের রাণাকেও টপকাতে যায় । তাই বরুণ ক্ষেপে যায় । মনে করে নেওয়ারের রাণা বংশে আমার বিয়ের

যোগ্যতা নেই । যেমন আমাকে এখন কালী , কুত্তি মনে করছে । আর আমি তো সেকেন্ড রাণী যশোদা বেনকে নিয়ে পহাড় ডিঙিয়ে অশ্ব চালনা করে চলে যেতাম দুরে লোককে হিলিং দিতে কারণ আমি হিলার ছিলাম । ধ্যানে শুনতে পেতাম কে আমায় ডাকছে আর চলে যেতাম । যশোদা বেন ও কিছু সাথীকে নিয়ে চলে যেতাম । রাণা বিরক্ত হতেন ও আমাদের দুই পাগল রাণী বলতেন । কিন্তু বরুণ খুব অসন্তুষ্ট হতো আমার ওপরে । যশোদাকে ও খুব পছন্দ করতো কারণ উনি উচ্চবংশ থেকে আসেন । আমার দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিলো । রাইমা সেন

। তাঁর বিবাহ হয় সিকিম বা ভুটান অথবা গাড়োয়াল/কুমায়ুনের কোনো রাজার সাথে।

আমার প্রটোকল ব্রেক করে মানব সেবা করা ,বরুণ দুচক্ষে দেখতে পারতো না। বলতো যে একজন রাজমাতার ঐসব ভিখারীর সেবা করা উচিত নয়। ওটা উল্টো হওয়া উচিৎ। আমাকে তুমুল গলিগালাজ করতো। তখন যশোদা বেন আমার অহ্যে কথা বলতেন ও তাকে শাসন করতেন যে রাণা ও রাজমাতার ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করা তার সাজে না।

এখন সে একজন পর্ণস্টার । ভারতের হায়েস্ট পেড অভিনেতা । কিদৃশ ? কটা বই করে ? বছরে একটা-দুটো ?

এতো হলিউড নয় যে অভিনেতাগণ স্বল্প ছবি করতে অভ্যস্থ । তাহলে ? পর্ণ ছবি করে ও । ওর মা এক সাধারণ তান্ত্রিক যে সিদ্ধার্থ মালহোত্রার কেরিয়ার নাশ করেছে । আরো অনেকের । বাণ ব্যাকফায়ার করেছে বহুবাব তার মধ্যমেধার জন্য ।

এখন বরুণ ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড করে অথচ মনে করে নরেন্দ্র মোদী তাঁর স্ত্রীকে পোছেন না । ছোটা চেতন বলে কোনো পোষ্য গুন্ডা ওকে দিয়ে এসব

করায় । মূর্তি ও সুধা মূর্তিকে ঘৃণা করে অন্তর থেকে । এখনও ঘৃণা আছে ।

আমাকে গাওয়ার অউরৎ বলতো ।

তাই এবারও আমাকে গালি দেয় কারণ আমি সেই মূর্তির মেয়ে ছিলাম ।

মনে করে আমি নরখাদক । কিন্তু সত্য হল নরেন্দ্র মোদী , নীতিন গাডকারি, দ্রৌপদী মুর্মু সবাইকে হত্যা করেছে আর এস এস এর রটেন গ্রুপ যাদেরকে লোকে জাম্নি বাসুদেবের টেল বা ল্যাজ বলে থাকে । নিডলেস টু সে, বাণ মেরে ।

ওদের প্ল্যান ছিলো অন্যান্যদেরও সরানো যেমন রাজনাথ সিং , নির্মলা সীতারমণ আরো যত রয়েছেন । কারণ ওরা কন্ট্রোল নেবে পুরো ভারতের । স্থায়ত্ত শাসন করবে ।

বরুণ এখন ছোট্টা চেতনের একজন এজেন্ট । ড্রাগ সাপ্লাই করে । পর্ণ স্টার । কানাডা, ডেনমার্ক, নরওয়ে এসব জায়গাতে অভিনয় করে । কোটি টাকা কামায় । শয়তানি গীর্জায় যায় ।

ছোটা চেতন এর মাধ্যমে বলিউডে মাদক সাপ্লাই করে আর নাম হয় নির্দোষ

লোকের । ছোটা চেতনকে এবার নারকোটিক বিভাগ উড়িয়ে দেবে ।

বুম্ ।

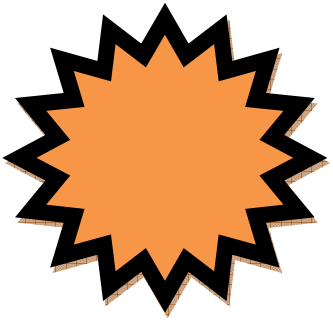

বরুণ মনে করতো অভিজাত লোকের একটি বিশেষ নিয়ম মানা উচিৎ । কিন্তু যখন আমি মারা যায় তখন এত লক্ষ লক্ষ লোক সমাগম হয় রাজমাতাকে দেখতে যে বরুণ অবাক হয় । আমি দেহত্যাগ করি । শিব পূজারিণী ছিলাম ।

হোম করতে করতে দেহত্যাগ করি হোমশিখার সামনে । তার পর নরেন্দ্র মোদীও আর বেশিদিন জীবিত ছিলেন না । ওনার ৪জন রাণী ছিলো । অন্য দুই ছোট রাণীকে বরুণ চাকরাণী বলতো ও খুব বাজে ব্যবহার করতো ।

রাণার মৃত্যুর পরেও এত লোক জমায়ৎ হয়নি যত আমার মরণের সময় হয় কাজেই তখন বরুণ বুঝে যায় যে রাজা-মহারাজার বাইরেও কোনো শক্তি রয়েছে যা রহস্যময় ও সত্যি পাওয়ারফুল।

তাঁরাই আদতে রাজা-মহারাজাদের চালাচ্ছেন।

আত্মার মৃত্যু নেই। সোল এখানে ফিরে ফিরে আসে কর্ম ভোগ করতে ও শিক্ষা নিতে।

বরুণ ধাওয়ান একজন জাঙ্কি। ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রার ক্ষতি করেছে , মারতেও

গিয়েছে কিন্তু সিদ্ধার্থ কিন্তু ওকে প্রটেক্ট করছে। ও অর্গানাইজ্ড ক্রাইম গ্যাং এর সাথে যুক্ত ও পর্ণ স্টার।মনে করে মনিষা কৈরালা , ইরফান খান , মনোজ বাজপেয়ী , নাওয়াজউদ্দিনের মতন ভালো অভিনেতারা বহিরাগত ও তাঁদের এই ফিল্ম জগতে প্রবেশাধিকার নেই।

এসব নাহলে ওরা ধাওয়ান লেগাসি রেখে যেতে সক্ষম হতো রাজশ্রী , যশ চোপড়া, শশধর মুখার্জীদের মতন।

আমি কোনো কালা জাদু করিনা যা অনেকে মনে করছে । কোনো বিশেষ শক্তিও নেই। আমি ন্যাচেরাল। আজকাল

আর কেউ ন্যাচেরাল জিনিস করেনা । অন্যায় করে চেপে দেয় । পাপ করেই যায় । থামেনা । শয়তানি শক্তি জাগিয়ে কাজ হাসিল করে । আমি করিনা ।

তাই ন্যাচেরাল জিনিস দেখলে তাদের মনে হয় যে এর এত পাওয়ার এলো কোথার থেকে ? কিন্তু তারা যদি নিজেদের অন্তরে উঁকি মারে ও ন্যাচেরাল হয় , সরলতাকে আঁকড়ে ধরে তাহেল এই শক্তিকে খুঁজে পাবে নিজেদের ভেতরে ও তারও এমনই বলবান হবে যেমন আমাকে মনে করছে । আর এটাই আমার পাওয়ার এর আসল উৎস ও রহস্য ।

ফেক্ জগতে থেকে থেকে ও ইলিউশানের ভেতরে ডিলিউশান ক্রিয়েট করে করে আমরা নর্মাল হতে ভুলে গিয়েছি । তাই পাগলকেই নর্মাল মনে করি আর নর্মালকে শক্তিমান ।আজ এই অবধিই । পরের এপিসোড মঙ্গলবারে । ভালো থেকো সবাই ।

আমার এই জন্মের পুত্র , জলদেবতা লর্ড বরুণ । এই পর্ণস্টার বরুণ নয় । এখনো জন্মায়নি । সে এবার এই অভিনেতাকে দেখে নেবে । কারণ সে হল ন্যায় ও সত্যের দেবতা আর তাঁকে হেল্প করবেন বরুণী দেবী, যিনি এক মাতৃকা ।

ওয়াইন বা সোমরসের দেবী নন । আর তারপরে এনাদের দুজনের উত্তরণ হয়ে যাবে আর বরুণ; ভগবান শিবের এক রূপে উন্নীত হয়ে যাবেন জন্ম নেবার পূর্বে ।

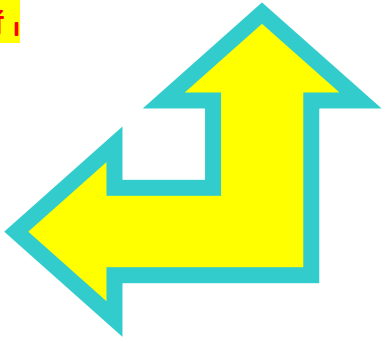

সমাপ্ত